শুক্রবার, ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ৩৪৭

জেরুজালেম নিয়ে মার্কিন রাজনীতিতে মর্মাহত পোপ

এবার 'পবিত্র শহর' জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী করার জন্য নতুন চাল চেলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের এমন ঘোষণায় যারপরনাই ব্যথিত পোপ ফ্রান্সিস। সে কারণেই তিনি জেরুজালেম শহরের স্থিতাবস্থা মর্যাদার সঙ্গে বজায় রাখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করার কথা বলেছিলেন। তিনি জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস নিয়ে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করেন। ফ্রান্সিস পোপ বলেছেন, এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থা আরও সঙ্গীন হবে। ভ্যাটিকানে তাঁর সাপ্তাহিক ধর্মীয় আবেদনে ফ্রান্সিস পোপ বলেছেন, জেরুজালেম শহর সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তাকে যেন যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। আমি সকলের কাছে আবেদন জানাব এই শহরের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য। রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, জেরুজালেমে ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলিম সকলের কাছেই পবিত্র স্থান। ইতিমধ্যেই প্যালেস্তাইনের একটি বড় অংশ জানিয়েছে, পূর্ব জেরুজালেম তাদের রাজধানী বলে ঘোষণা করা হোক এবং এটাই হবে ভবিষ্যতে তাদের দেশ। অন্যদিকে ইজরায়েল ঘোষণা করেছে, জেরুজালেম হবে ওই দেশের রাজধানী।

পোপ বলেছেন, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি নীরব থাকতে পারি না। গত কয়েকদিনে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এ নিয়ে। আমার আশা, যাতে বিশ্বে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে সংকট না বাড়ে, তার জন্য সকলের মধ্যে শুভবুদ্ধি এবং ভাবনার উদয় হবে। ২০১২ সালে ভাটিকানকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। সকলের কাছে সেই থেকেই এটি পবিত্র শহর। সবারই এখানে প্রবেশের অধিকার রয়েছে, প্রার্থনার অনুমতি রয়েছে। তিনি প্যালেস্তাইনের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে এ নিয়ে আলাদা করে কথা বলেন। এরপরেই তিনি প্যালেস্তাইনের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আব্বাসির সঙ্গে জেরুজালেম সংকট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ইজরায়েলের সঙ্গেও ভ্যাটিকানের দীর্ঘদিন ধরে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ক যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

বলরাম, মাষ্টার, গোপালের মা, রাখাল, লাটু, ছোট নরেন্দ্র, পাঞ্জাবী সাধু,
নবগোপাল কাটোয়ার বৈষ্ণব, রাখাল ডাক্তার

আজ জন্মাষ্টমী মঙ্গলবার। ১৭ই ভাদ্র;১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫। ঠাকুর স্নান করিবেন। একটি ভক্ত তেল মাখাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া তেল মাখিতেছেন। মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। স্নানান্তে ঠাকুর গামছা পরিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া সেই বারান্দা হইতেই ঠাকুরদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া কালীঘরে বা বিষ্ণুঘরে যাইতে পারিলেন না।

আজ জন্মাষ্টমী—রামাদি ভক্তেরা ঠাকুরের জন্য নববস্ত্র আনিয়াছেন। ঠাকুর নববস্ত্র পরিধান করিয়াছেন—বৃন্দাবন কাপড় ও গায়ে লাল চেলী। তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহ নববস্ত্রে শোভা পাইতে লাগিল। বস্ত্র পরিধান করিয়াই তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিলেন।

আজ জন্মাষ্টমী। গোপালের মা গোপালের জন্য কিছু খাবার করিয়া কামারহাটি হইতে আনিয়াছেন।

একরকম কিছু নেবে না বলেছে তবে আমরা দেবো;কেন না, তা হ'লে আবার আস্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিতাইকে (ডাক্তার) আনো তো সে বরং ভাল। আর ডাক্তাররা এসেই বা কি কর্‌ছে? কেবল টিপে বাড়িয়ে দেয়।

রাত নয়টা—ঠাকুর একটু সুজির পায়স খাইতে বসিলেন।

খাইতে কোন কষ্ট হইল না। তাই আনন্দ করিতে করিতে মাষ্টারকে বলিতেছেন,--''একটু কেতে পারলাম, মনটায় বেশ আনন্দ হলো।''

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জন্মাষ্টমীদিবসে নরেন্দ্র, রাম, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

দিনপঞ্জিকা

২১ অগ্রহায়ণ, ভাঃ ১৭ অগ্রহায়ণ, **৮ ডিসেম্বর,** ২১ অঘোন, সংবৎ ৫পৌষ বদি,১৮ রবি আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১০, সূর্য্যাস্তি ঘ ৪।৪৯। **শুক্রবার,** পঞ্চমী দিবা ঘ ১০।৪৮মিঃ। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৪৬মিঃ। ইন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।৩৮মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ১০।৪৮ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ৯।৫২ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**—কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষস গণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ঘ ১২।৪৬ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**—দোষ নাই। **বারবেলাদি** ঘ ৮।৫০ গতে ১১।২৯ মধ্যে । **কালরাত্রি** ঘ ঘ ৮।৯ গতে ৯।৪৯ মধ্যে । **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**—দিবা ঘ ৮।৫০ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**—ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন, দিবা ঘ ১০।৪৮ গতে রাত্রি ঘ ১২।৪৬ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। **শহীদ বাদল গুপ্তের ফাঁসি দিবস। বিপ্লবী যতীন্দ্রনীথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাযতীন) জন্মদিবস। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ২।৫১ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৪৫ গতে ৯।২১ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ৩।৩৮ মধ্যে ও ৪।৩২ গতে ৬।১১ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২১ অগ্রহায়ণ, ভাঃ ১৭ অগ্রহায়ণ ,৮ ডিসেম্বর, ২১ অঘোন, ১৮ রবিঃ আউঃ।উঃ ঘ ৬। ১০, অঃ ঘ ৪।৪৯ শুক্রবার, পঞ্চমী দিঃ ঘঃ ১০।৪৮।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

কলঙ্কের ২৫ বছর, শাস্তি হল না বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের

ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি আজও চলছে

কমল ভট্টাচার্য

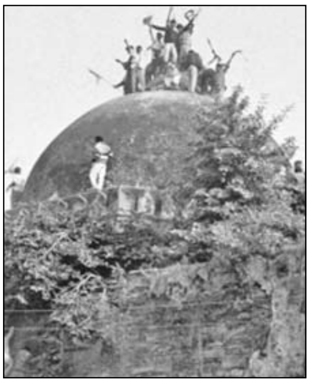

২৫ বছর আগে এক ইতিহাস তৈরি হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যায়, বাবরি মসজিদ ধূলিস্মাতের বিস্ময়কর ঘটনায়। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রে তখন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাও, ক্ষমতাসীন কংগ্রেস। কিন্তু, সবাই নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। আর সারা রাত দেশের মানুষ জেগে রইলেন আতঙ্কে, উদ্বেগ নিয়ে। সেই সময়ে টিভি চ্যানেলের সংখ্যা এত ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে গেল এমন সাংঘাতিক ঘটনা। মসজিদ ধূলিস্মাতের ছবিতে ছবিতে ছেয়ে গেল সারাদেশ। জায়গায় জায়গায় শুরু হল দাঙ্গা। কোথাও বড় আকারে, কোথাও ছোট আকারে। পথে পথে মানুষের জটলা, কিন্তু প্রথম অবস্থায় কার্যত তাপ উত্তাপহীন। সেদিন এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি অনেক কংগ্রেস নেতাই। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। রাজ্যে দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাঁর প্রশাসন রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায়ে সক্রিয় ও যথাযথ ভূমিকা পালন করেছিল। সেদিনও এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬ ডিসেম্বর দিনটি আরও একটি কারণে আমাদের কাছে গুবরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৫ সালে এই দিনটিতে প্রয়াত হয়েছিলেন ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর. আম্বেদকর। তিনিই ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রেখে সামাজিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের জনগণের জন্য নির্দিষ্ট রক্ষাকবচ তৈরি করেছিলেন। গত ২৫ বছরের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য নানা কথা বলা হলেও সেই সৌধ আজও ক্ষত-বিক্ষত। দেশের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বিদ্যমান। সংখ্যালঘুদের ভোটে ক্ষমতায় আসার জন্য সবধরণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি আজও নির্বাচনে সব দলের হাতিয়ার। বাবরি মসজিদ-রাম মন্দিরকে ইস্যু করে ভোটের বাজারে দাম হাঁকা হয়।ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি রাজ্যে ছোটখাটো ও মাঝারি ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। ঘটছে নানা ঘটনা। কখনও প্রকাশ্যে, কখনও আড়ালে, দেশের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। কিন্তু মানুষের মনন ও চিন্তনে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, সেই বোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা কার্যত নেই। এটা বেদনার।

এটা বলা দরকার যে, রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ কান্ডের এখনও কোন সমাধান হয়নি। সাম্প্রদায়িক বিভাজন চলছে। ভোট বাক্সে ফায়দা তোলার জন্য সব দলই এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনে মদত দেয়। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে। চেষ্টা চলে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক জয় করার। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি আজও সমানে চলছে। তেমনি দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি তৎপর এবং সক্রিয়। এরা ভারতের অখন্ডতা বিনষ্ট করতে চায়। এই শক্তি নির্মূলে সব দল সমানভাবে সরব নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল সবধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন। কিন্তু দেশের সর্বত্র তা হচ্ছে না। আবার কোথাও কোথাও এই নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ধর্ম নিয়ে চলছে রাজনীতি। এটা বন্ধ করা দরকার। কারণ, এর দরুণ ভুল বার্তা যাচ্ছে সমাজে। এটা কখনও কাঙ্খিত নয়। এর অবসান হওয়া দরকার। বিশেষ করে বাবা সাহেব আম্বেদকরের মৃত্যুর দিবসে শপথ নেওয়া জরুরি যে, ভারতে সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতভিত্তিক অনৈক্যের রাজনীতি যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। পাশাপাশি সারা দেশে সর্বধর্ম ও সবমতের মানুষকে ভারতের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সরব হতে হবে। কারণ, এই দেশে বসবাসকারী মানুষের একটাই পরিচয় যে, তারা সবাই ভারতীয়, ভারতই তাদের দেশ। ভারতীয় ভুখন্ডে কোনও বেয়াদপি কখনই বরদাস্ত নয়। তেমনি জঙ্গী আক্রমণের ঘটনায় প্রতিবাদে সরব হতে হবে। চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লুকিয়ে থাকা জঙ্গীদের।

বাবরি মসজিদ ধূলিস্মাতের ২৫ বছর পার হল। কিন্তু রাম জন্মভূমি, বিতর্কিত জমি সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। তবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৫ বছর পূর্তির ঠিক একদিন আগে থেকে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হল রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলার শুনানি। প্রাথমিক পর্বে শুনানি হবে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র, বিচারপতি অশোক ভূষণ ও আব্দুল নাজিরের বিশেষভাবে গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চে। ২০১০-এ এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই মামলায় যে রায় দেয় তার বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে ১৩টি আবেদন জমা পড়েছে। হাইকোর্ট বলেছিল, অযোধ্যার বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমি তিনভাগ করে দুভাগ তুলে দিতে হবে রাম লালা ও নির্মোহী আখড়ার হাতে, একভাগ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে। উত্তরপ্রদেশের সিয়া সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে বলেছে, অযোধ্যার বিতর্কিত জমি রাম মন্দিরের জন্য ছেড়ে দিতে তাদের আপত্তি নেই, বদলে মুসলমান অধ্যুষিত কোনও এলাকায় একটি মসজিদ তৈরি করতে দিতে হবে। কিন্তু এই সমাধানসূত্র মানেনি সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। তাদের বক্তব্য, ১৯৪৬-এ আদালত জানিয়ে দেয়, বাবরি মসজিদ সুন্নিদের, সিয়ারা এ বিষয়ে নাক গলাতে পারে না। বিতর্কিত এই মামলার চূড়ান্ত শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যেই দরকারি সব তথ্য ও নথির ইংরেজি অনুবাদ জমা দিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। রাম লালার হয়ে মামলা লড়বেন কে পরাশরণ, সি এস বৈদ্যনাথন ও সৌরভ শামশেরি। অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড আর নির্মোহী আখড়ার হয়ে দাঁড়াবেন কপিল সিবাল, অনুপ জর্জ চৌধুরি, রাজীব ধবন ও সুশীল জৈন। সুপিম কোর্টের বিশেষ সাংবিধানিক বেঞ্চে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি, এই শুনানির পর সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দেবে তা সব পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

আমোদর ঃ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী

ড. প্রসেনজিৎ সরকার

'ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঙক্তিতে বাঁকুড়ার আমোদর নদীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীতে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষাশেষি সময়ে আমোদরের স্রোত সারাবছরই প্রবাহিত হতো। বর্ষার কানায় কানায় ভরে উঠত। গ্রীষ্মে তার ভরা যৌবন ম্লান হয়ে যেত। তবে এখনও বেশ কয়েকটি খাল আমোদরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কলেবর বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। নদী আমাদের স্নেহময়ী মায়ের মত। তার দুই তীরকে কৃষির জন্য উর্বর করেছে, সমস্ত প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার সহজ ও প্রধান অবলম্বন। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে আমোদর নদীকে গড়মান্দারণের গড়কে সুরক্ষিত করার জন্য উল্লেখ করে গেছেন। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের মোঘল সেনার সঙ্গে কৎলু খাঁ-এর পাঠান সেনার যুদ্ধ এই আমোদরের তীরবর্তী এলাকায় সংঘঠিত হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলার জয়পুরের শাল-পিয়াল-মহুয়ার নিবিড় সহাবস্থানের মাঝে ছোট ছোট আদিবাসী গ্রাম। এখানেই বর্ষার জলে পুষ্ট ঢলসমুদ্র। এই ঢলসমুদ্রকে আরও রমণীয় করতে পূর্বপ্রান্তে বাঁধ দিয়ে জলকে আটকে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকেই বের হয়েছে ছোট স্রোতস্বিনী যমুনা খাল, পরে এর নাম হয়েছে 'আমোদর নদ'। জয়পুর থানার গোকুলনগর, কাশীপুর, সলদা, কুচিয়াকোল হয়ে কোতুলপুর থানার চাতরা রামাই পন্ডিতের কলেজের পাশ দিয়ে মাঝি পুকুর, সাগরমেঝে, দারাপুর-আখড়াশাল, গোপালপুর, বালিঠ্যা, দেশড়া, জয়রামবাটী, হলদী, তাজপুর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলি জেলার পুখুরিয়া, সাতবেড়ে, কামারপুকুর, গড়মান্দারণ হয়ে নকুন্ডা গ্রামের উত্তর পাশে বাইশ মাইল দলকার জলা সৃষ্টি করে বালিদেওয়ানগঞ্জের দক্ষিণ হুগলি জেলার মনসুকা গ্রামের কাছে দ্বারকেশ্বরের শাখানদী 'ঝুমঝুমি' নদীতে পতিত হয়েছে।

জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরের উত্তর দিকে আমোদর নদ বয়ে গেছে। সবাই একে গঙ্গা বলতো। বর্তমানে মঠ-এর তীরে শিবের মন্দিরসহ মায়ের বিভিন্ন কার্যকলাপের ছবি, গাছ-গাছালি ঘেরা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আমোদর নদীর ছোট গতিপথ ৪২ কিলোমিটারের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় এর গতিপথ ২৬ কিলোমিটার ও হুগলি জেলায় ১৬ কিলোমিটার। আমোদরের তীরবর্তী অনেক গ্রামে জৈন ও বৌদ্ধ যুগের দেবদেবী ও প্রত্নশিলার সহাবস্থানে আমোদরকে বিধৌত করেছে। জয়পুরের গোকুলনগরে গোকুলচাঁদের মন্দির আজও ঐতিহ্যবহন করছে। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার জন্য প্রথম রঘুনাথ সিংহ ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির তৈরি করেছিলেন। মন্দিরটি ল্যাটেরাইট পাথরের দ্বারা নির্মিত। এর উচ্চতা প্রায় ৬১ ফুট ও প্রস্থ ৫৫ ফুট। পঞ্চশিখরের মূল শিখাটি অষ্টভূজ এবং কোণের শিখরগুলি চতুষ্কোণী, মন্দিরটির পূর্বে ও দক্ষিণের দেওয়ালে পাথরের খোদাই করা দশ অবতার মূর্তি ও বহু সংখ্যক ভাস্কর্য আছে যা পাথরের মন্দিরে বড় একটা দেখা যায়না। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে দক্ষিণ পার্শ্বে ভোগগৃহ ও অতিথিনিবাসটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের সঙ্গে 'আমোদর নদ' বিশেষভাবে জড়িত। যখন মা ছোটো ছিলেন তখন মা তাঁর ছোটবেলার সঙ্গীদের নিয়ে আমোদরে স্নান করতে আসতেন। স্নাস সেরে বটতলায় বসে মুড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর একবার স্নানযাত্রার দিনে মাসারদা ওই বটগাছের তলায় বসে বিষণ্ণ বদনে ঠাকুরকে স্মরণ করে কাঁদতে কাঁদতে তিনি সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেখা পেয়েছিলেন। জয়রামবাটীর রামকৃষ্ণমঠের শরৎ মহারাজ আমোদর তীরে ওই স্থানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। স্থানটির বর্তমান নাম 'পঞ্চবটী' হয়েছে। সারদা মায়ের স্নানের ঘাটটি 'শ্রীমায়ের গঙ্গাঘাট' নামে পরিচিত হয়েছে। বর্তমানে দেশ-বিদেশ থেকে বহুলোক এখানে আসে। এর চারপাশে চড়ুইভাতি করে। পূর্বেই উল্লেখ আছে যে, আমোদরের তীরে গড়মান্দারণ প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য স্থান। শোনা যায়, নদীর গতিপথ পূর্বে গড়ের প্রাচীরের বাইরে উত্তর-পশ্চিমকোণে প্রবেশ করে গড়ের প্রাচীরের দক্ষিণপ্রান্ত বেষ্টন করে পূর্বসীমায় অগ্নিকোণ দিকে প্রবাহিত হতো। বর্তমানে এই গতিপথ মজে যাওয়ায় ওই অংশটি 'লক্ষ্মী জোলা' নামে অভিহিত। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের গতিপথ মান্দারণ গড়কে বেষ্টন করে প্রবাহিত হতো-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে আমোদর যদি সে সময় ছিল মান্দারণের প্রাণকেন্দ্র। গড়ের মধ্য দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিত হতো। অতীতে জাহানাবাদ এলাকার অন্তর্ভূক্ত গড়মান্দারণ ছিল বিশেষত দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বাংলা-বিহার- ওড়িশার রাজনৈতিক অভিযানের সড়কপথ বর্ধমান-আরামবাগ- মেদিনীপুর 'পাদশাহী রোড' এই এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, মান্দারণ এলাকায় হীরের খনির অবস্থান। এই দুই কারণে জাহানাবাদ ও মান্দারণ এলাকায় বারংবার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও প্রচন্ড রাজনৈতিক তৎপরতা তৎকালীন সময়ে অব্যাহত ছিল। এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমোদর বিধৌত মান্দারণ পরে ইসমাইল গাজীর দেহ কবরস্থ করা হয়। সেই সময় মান্দারণকে প্রচারের তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৫৯০-১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সেনাপতি মানসিংহ ও পাঠান সেনাপতি কৎলু খাঁ-এর গড়মান্দারণ এলাকায় আমোদর অববাহিকায় বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে যুদ্ধে দক্ষিণবঙ্গ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। লোকমুখে প্রচার আছে কোতুলপুরের আখড়াশোল গ্রামে আমোদর তীরে কৎলু খাঁ সেনা ছাউনি ফেলে সুরক্ষিত গড় নির্মাণ করেছিলেন। এখানেও আমোদরের গতিপথ গড়ের চারিদিকের স্থানকেঘিরে সুরক্ষিত করে তুলেছিল। সেনা ছাউনি বা আখড়া ছিল বলে পরবর্তী সময়ে গ্রামের নামকরণ হয় আখড়াশাল। কৎলু খাঁ গড়মান্দারণ দখল করার পর সেনাপতি মানসিংহের নেতৃত্বে মোঘল সেনা কর্তৃক তাড়িত হয়ে আখড়াশোলে নিজের সেনা ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সঙ্গে বন্দি করে এনেছিলেন গড়মান্দারণের তৎকালীন সামন্ত রাজা ও তার পরিবারকে। এখানে কৎলু খাঁ ওই সামন্ত রাজাকে নির্মণভাবে হত্যা করেন। এর কিছুদিন পর কৎলু খাঁ-র মৃত্যু ঘটে। কোতুলপুরের ভূখন্ডে তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিল। রাইবাঘিনী গ্রামের দক্ষিণ দিকে যে কোটালদিঘি আছে তার চারপাশে একটি মাঠ আছে। সেই মাঠটি সন্ধিপুরের মাঠ নামে পরিচিত। এখানেই মোঘল-পাঠান সেনাদের সঙ্গে কৎলু খাঁর সেনাদের সন্ধি হয়। এর জন্যই এই জায়গার নাম সন্ধিপুর। এসবের নীরব সাক্ষী আমোদর নদ। তার তীরেই এত কিছু। হুগলি জেলার গোঘাটের নকুন্ডা এলাকায় আমোদর সৃষ্ট দলকার জলার কাছে অতীতে শালিবাহন নামে এক রাজার রাজধানী ছিল। উক্তস্থানে দ্বিতীয় কমলেকামিনীর আবির্ভাব হয়েছিল বলে জানা যায়। এই জলার মধ্যে ইটের তৈরি ঘাট এখনও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমোদরের তীরে প্রাচীন উল্লেখযোগ্য স্থান 'গড় মান্দারণ'। এই মান্দারণ-এর ইতিহাস হল আদিশূর ও পরবর্তী বংশধরদের মান্দারণের রাজ্যশাসন ইতিহাসের উল্লেখ অনুসারে প্রায় দুশো বছর। সম্ভবত ১০১৮-১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত যুদ্ধে রণশূর ও পরবর্তীকালে লক্ষ্মীশূর বীর্যশালী রাজা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে গৌড়ের নবাব রুকনুদ্দিন বারবাক শাহের সময়ে নবাবের নির্দেশে সেনাপতি ইসমাইল গাজী মান্দারণের রাজা গজপতি সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করে মান্দারণ অধিকার করে নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাপতি ভাসন্দী রায়ের ষড়যন্ত্রে বারবাক শাহের আদেশে ইসমাইল গাজী নিহত হলে তাঁর বিশ্বাসী অশ্বমুন্ডহীন দেহকে নিয়ে গৌড় হতে মান্দারণে প্রত্যাবর্তন করেন। অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী আমোদর নদ। তাই আজও চির প্রবহমান। তার তীরে দাঁড়িয়ে অতীত দিনের ইতিহাস স্মরণ করা যায়। স্মরণ করা যায়, শ্রীশ্রী মা সারদাদেবীকে। আমোদর নদ শ্রীশ্রীমায়ের গঙ্গা। মায়ের স্পর্শ রয়েছে আমোদর নদে। তাই আমোদরের ঐতিহাসিক তথ্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায় পাতায়, ছন্দে ছন্দে, আমাদের সবার অন্তরে ও বাইরে।

সম্পাদক সমীপেষু

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৬১ সালের ২২ মে

আবার সেই কথাটাই ফিরে এলো। একটা প্রচেষ্টা থাকলে একদিন না একদিন তার সাফল্য আসবেই। এই সাফল্যটাকে পেতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। একরাশ হতাশা নিয়ে যদি তখনই নিজের পরিশ্রমটাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তবে সাফল্য নামক এই কথাটাও হারিয়ে যায়। অপেক্ষা করতেই হয়। একদিন সব অন্ধকার কেটে একটি আলোর উৎস দেখা যায়। এখানে যাঁরা রচনাকার হিসাবে রচনা করতে ডায়েরির পাতায় কিছু গল্প লেখেন সেই গল্প একসময় রচনা করে সমগ্র মানুষের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্য বই হিসাবে প্রকাশ করেন। আর সেই বই পড়ে জানতে পারি, এই বইয়ের রচনাকারকে। তিনি আমাদের জন্য কি রচনা করে এই বই প্রকাশ করলেন। আবার বলি, ধৈর্য্যটাকে ধরে থাকতে পারলেই একদিন না একদিন সাফল্য আসবেই। তার জন্য অন্য লেখকের গল্প পড়তে হবে। তবেই তো নতুন জ্ঞানের সঞ্চার হবে। একসময় শ্রেষ্ঠ এক গল্পের জন্য পুরস্কার হাতে তুলে দেবে সেইদিনের আনন্দটা বোধ হয় শেষদিন পর্যন্ত মনের খাতায় লিখে রাখা যায়।এমন সুন্দর একটি রচনার জন্যই সর্বপ্রথমবার জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত কার হয়েছিল জি শঙ্কর করুপ মহাশয়কে। তিনি মালয়ালাম ভাষায় লিখেছিলেন, এমনই একটি সুন্দর রচনা, যার নাম রেখেছিলেন 'ওড়ুক্কুঝাল'। ১৯৬৫ সালে তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন। আর এই ১৯৬৫ সাল থেকেই জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছিল। বঙ্গসংস্কৃতিতে বাঙালিদের যে অবদান রয়েছে সেই অবদানের কথা আমরা কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী কোনওদিনই ভুলতে পারবেন না। বঙ্গের এই সংস্কৃতিতে তাঁদের রচনাগুলিকে সম্মানের সহিত বরণ করে নিয়েছেন ও তাঁদের রচনা জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের মতো সম্মান দিয়ে কবিদের সম্মান জানানো হয়েছে। ১৯৬৬ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্মান জানিয়ে 'গণদেবতা' রচনার জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বিষ্ণু দে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন 'স্মৃতি সত্ত্বা ভবিষ্যৎ' গল্পের জন্য। ১৯৭৬ সালে আশাপূর্ণাদবীকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গল্পের জন্য। ১৯৯৬ সালে মহাশ্বেতা দেবী পেয়েছিলেন এই পুরস্কার। এখানে আবার সেই কথাটাই ফিরে আসছে, ধৈর্য্যের ধরে সাথে থাকতে পারলে একদিন সাফল্য আসবেই। একদিন সকল মানুষ চিনতে পারবেন, আর সেটাই তো আসল পুরস্কার।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া ৪

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়